কর্মশালা:

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের জন্য কৌশল কি হতে পারে

রেনাটা লক ডেসালিয়েন
বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়ক
কর্তৃক উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ

৫-৬ জুন ২০০৬
বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকা

ড. কাজি মেসবাহউদ্দিন আহমেদ,
সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

জনাব ডেভিড উড
প্রধান, ডিএফআইডি/বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক সহকর্মীবৃন্দ
উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন এবং এর উদ্বোধনী অধিবেশনে আমাকে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বিশ্বব্যাংককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সহস্রাব্দ ঘোষণা ও ৮ টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায় কর্তৃক গত কয়েক দশকে অনেকগুলো জাতিসংঘ সম্মেলন ও শীর্ষ সম্মেলন এবং লক্ষ্য, উদ্দীষ্ট ও মান নির্ধারণের চূড়ান্ত ফলাফল।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অনন্য, তার কারণ শুধু এই নয় যে, এতে উন্নয়ন অর্জনের কিছু জাদুকরী ফর্মুলা রয়েছে, বরং আরো একটি কারণ হচ্ছে, জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গ সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে এগুলো অনুমোদন করে।

বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল উন্নয়নে আপনারা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি এক্ষেত্রে আপনাদের উপকারে আসতে পারে এমন প্রধান তিনটি ধারণা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর অভ্যন্তরণীকরণ ও অভিযোজনের গুরুত্ব

সমগ্র মানব জাতির একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দীষ্ট কখনোই নিখুঁত হবে না। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পুরোপুরি নিখুঁত লক্ষ্যমাত্রা নয়। এগুলোকে প্রত্যেক দেশের জন্য অভন্তরণীকরণ করতে হবে, যাতে এগুলোতে বিভিন্ন জাতীয় প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মঙ্গোলিয়াতে সরকার ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে ৯ম আরেকটি লক্ষ্য যোগ করেছে। তা হল– সুশাসন। গত সপ্তাহে উলানবাটারে একটি বড় কর্মশালা হয়ে গেল, যেখানে

মঙ্গোলিয়ার নবম সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পরিবিক্ষণের জন্য কতগুলো কর্ম নির্দেশক বের করা হয়।

বাংলাদেশেও, আন্তর্জাতিক লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো বিবেচনায় রেখেই আমাদেরকে এমডিজিগুলোর "বাংলাদেশীকরণ" করতে হবে। অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো থেকে বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা বের করে আনতে হবে, সেগুলোকে প্রসারিত করতে হবে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক লক্ষ্য ও লক্ষমাত্রা যুক্ত করতে হবে। ইউএনডিপি ও অন্যদের সহায়তায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বর্তমানে এর ওপর কাজ করছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় সরকার ও সহযোগী সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সাথে সুশাসনকে একটি লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত কাম্য ও প্রয়োজনীয় বলে অনেকে মনে করছেন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো কেবল লক্ষ্য, কৌশল নয়।

উন্নয়ন চর্চাকারী হিশেবে আমার এত বছরের সবচেয়ে হতাশাজনক অভিজ্ঞতা হল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনবধানতাবশত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে এগুলো অর্জনের কৌশল, পরিকল্পনা, সমাধানের সাথে গুলিয়ে ফেলছেন। লক্ষ্য এবং কৌশলের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে– এটা সবাই জানেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী ঐক্যমতের অত্যুৎসাহে হয়ত, কিছু কিছু উন্নয়ন অংশীদার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে তাদের সাহায্যকে জুড়ে দিয়েছেন, অথচ কিভাবে এ লক্ষ্য ও উদ্দীষ্টগুলো অর্জিত হবে সে বিষয়ে তাদের ধারণাগত কাঠামো নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অপুষ্টি, স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর কার্যকারণ ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ না করেই তারা সরাসরি এসব খাত বা উপখাতে বরাদ্দ দান শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু অবকাঠামো (ভবন, সড়ক, সেতু ইত্যাদি) উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষা খাত প্রসারণ কি সম্ভব? শিক্ষার গুণগত মান যদি ক্রমাগত পড়তে থাকে, তাহলে প্রাইমারি বা হাই স্কুল সার্টিফিকেট কি কাজে আসবে? যে দেশে উচ্চ শিক্ষা অবহেলিত হয়, সে দেশের টেকসই উন্নয়ন আমরা কি করে আশা করতে পারি?

দুঃখজনক হলেও বলতে হয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের বিষয়ে ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কারণ অসচেতনভাবে ও অনবধানতাবশত আমরা লক্ষ্যকে কৌশল বুঝেছি। এই কর্মশালায় এই গুরুত্বপুর্ণ আলোচনায় আপনারা দয়া করে একই ভুল করবেন না। শিশু মৃত্যু হ্রাসে শিশুকে টিকাদান যেমন সর্বোত্তম কৌশল, ঠিক তেমনি মায়েদের শিক্ষিত করে তোলা, সড়ক নির্মাণ, স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকতরণও সর্বোত্তম কৌশলরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এমডিজি কৌশল জাতীয় উন্নয়ন কৌশল থেকে ভিন্ন নয়

যখন আপনারা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম কৌশল কি হতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক করছেন, তখন দয়া করে এ কথা ভুলে যাবেন না যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য কৌশল সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশল থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এ কৌশল বাংলাদেশের সব খাতের উন্নয়নকে এমডিজিতে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক খাত সামাজিক খাতের মতই সমান প্রাসঙ্গিক। তথাকথিত "সফট সেক্টরের" মতই অবকাঠামোও সমান গুরুত্বপুর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার মতই সমান গুরুত্বপুর্ণ উচ্চ শিক্ষা।

তাই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের জন্য কৌশলে দেশের শক্তি ও দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি সবই পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে। যদিও আমি বাংলাদেশে মাত্র চার মাস ধরে আছি, তবুও আমার মনে হচ্ছে এমডিজি কৌশল ধারণাবন্ধ করার সময় দেশটির কিছু নির্ধারক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হবে।

ক) জনগণ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপুর্ণ দেশ। তাই বাংলাদেশের জন্য যে কোনো এমডিজি কৌশল শুরু করতে হবে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও ঘনত্বের প্রভাব বিশে-ষণের মাধ্যমে। বাংলাদেশে যতগুলো উন্নয়ন সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেগুলো দেশটির বিশাল ও ঘনবসতিপুর্ণ জনসংখ্যাকে সম্পদ বিবেচনা করেই অর্জিত হয়েছে, দায় বিবেচনা করে নয়। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে কিভাবে উন্নয়নের আওতায় আনা যায়, তার জন্য নতুন পন্থা খুঁজে বের করা জরুরি। আর্থিক বিকেন্দ্রিকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অবশ্যই দরকার। কিন্তু এর চেয়ে বেশি দরকার, দরিদ্রদের ব্যাপারে নতুন চিন্তার উদ্ভাবন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ

মানুষ যদি দৈনিক ১ ডলারের নিচে আয় দিয়ে জীবনধারণ করতে পারে, তবে তারা অবশ্যই অতীব দক্ষতাসম্পন্ন। তাহলে কেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে দক্ষ এসব লোকদের পুরস্কৃত করছে না? কোথাও নিশ্চয় গলদ আছে। আমাদেরকে এ গলদ শুধরাতে হবে।

খ) ভূগোল

ভৌগোলিকভাবে দেশটির অবস্থান বিশ্বের মধ্যে অনন্য। বাংলাদেশ শুধু বিমসটেকের সদস্য নয়, বাংলাদেশ নিজেই বিমসটেক! আপনারাই পুর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগস্থল। বাড়তি হল, আপনাদের সমুদ্র সংযোগও আছে। এ মুহূর্তে এর চেয়ে চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান আপনারা আজগুবি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। তাহলে কেন আপনারা এ ভৌগোলিক স্বর্ণখনির সদ্ব্যব্যবহার করছেন না?

গ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বাংলাদেশের রয়েছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয়, যা এর জনগোষ্ঠীকে আবদ্ধ করেছে অভিন্ন মুল্যবোধ ও অভিন্ন ভাষার বন্ধনে। বিশ্বের সেরা চারটি ধর্মের লোক রয়েছে এ দেশে-ইসলাম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খিস্ট্রধর্ম। আপনাদের আছে আধ্যাত্মিক সুফিবাদের ঐতিহ্য, সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের ধমীয় ও সাংস্কৃতিক আচারের প্রতি সমীহ। আপনাদের আছে কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, রন্ধন শৈলীর ঐতিহ্য। এ ধরনের সাংস্কৃতিক শেকড় শক্তিশালী জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি এবং দ্রুত উন্নয়নের একটি পুর্ব শর্ত। এ ধরনের জাতীয় পরিচয় আপনাদের দেশের জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য ও উন্নয়ন কৌশলের কাঠামো, আধেয় ও গুণগত মান নির্ধারণেই শুধু নয় বরং এর আবহতেও গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশনা দেবে। বাংলাদেশের জন্য এমডিজি কৌশলে যদি বাংলাদেশের অনুভূতি, গন্ধ ও দ্যোতনা না থাকে, সর্বোপরি তা যদি না হয় পুরোপুরি বাংলাদেশী, তবে দেশের জন্য তা অর্থবহ কোনো কাজে লাগবে না।

ঘ) পরিবেশগত নাজুকতা

বর্তমান ধারায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে ধারণা করা হয় আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের বড় অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে, এবং বন্যা, ঘুর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি অবকাঠামো নিয়মিতভাবে নষ্ট হতে থাকে, তবে এমডিজি কৌশল প্রণয়নে এ বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

ঙ) মানব নিরাপত্তা

যদিও বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং এ দেশের রয়েছে ধমীয় ও সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য, তবু আজকের বাংলাদেশে বিরাজ করছে উচ্চ মাত্রায় মানব নিরাপত্তাহীনতা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামাজিক সংঘাত, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, রাজনৈতিক সহিংসতা, পুলিশি নির্যাতন, এবং সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে। এ বিষয়গুলো গভীরতর উদ্বেগের বিষয়, কারণ নিরাপত্তা মনুষ্য প্রজাতির অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। নিরাপত্তা ছাড়া সবই সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী ও ছলনাময়। তাই বর্তমান বাংলাদেশের এমডিজি কৌশলে মানব নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এতে নির্দেশনা থাকতে হবে কিভাবে সমাজ থেকে সহিংসতা নির্মুল করা যায়, যা প্রতিনিয়ত সাধারণ বাংলাদেশীদের জীবনকে অচল করে দিচ্ছে এবং দেশে-বিদেশে দেশের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করছে।

চ) বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজি

এ দেশের মানুষদের মত মেধা ও প্রতিভা খুব কম দেশেরই আছে। এটা সত্যি, এদের অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, কিন্তু অনেকে আবার থেকেও যাচ্ছে। এমনকি যারা বিদেশে যাচ্ছে, তাদের অনেকেই মাতৃভুমির সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখে। এ মুল্যবান সম্পদ কিভাবে আহরণ করতে হবে? বাংলাদেশের জন্য একটি অর্থবহ এমডিজি কৌশলে অবশ্যই দেশটির অনন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজি কাজে লাগানোর বিষয়টি থাকবে।

এগুলো হল বাংলাদেশের কয়েকটি নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য, যা এ দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য বিবেচনা করা দরকার। এগুলো ছাড়াও অবশ্যই আরো অন্যান্য বিষয়ও আছে। আমি কথাটি এখানে স্পষ্ট করতে যাচ্ছি তা হল এদেশের জন্য এমডিজি কৌশলের উপাদান

তালাশ করার সময় আপনাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশের কথা ভাবতে হবে। আপনারা যদি এর বাইরের কিছু ভাবেন, তাহলে সেটা যতই মহৎ হোক, কারিগরিভাবে তা যতই নিখুঁত হোক, তা "খাপ" খাবে না। আর কোনো কৌশল যদি "খাপ" না খায়, তবে কৌশল থাকা না থাকারই নামান্তর।

আমি আশা করি এ ধারণাগুলোর কোনো কোনোটি আপনাদের কাজে লাগবে।

আমি কামনা করি আপনারা ফলপ্রসূ চিন্তার বিনিময় করুন এবং কর্মশালা সফল হোক।

ধন্যবাদ।

** ** **